খেজুরিতে শ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরির হেঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জরারনগর গ্রামে নিজের স্বামীর হাতে খুন হলেন বছর ৪৫-এর এক গৃহবধূ কবিতা প্রধান। খুনি রঘুনাথ প্রধান জরারনগর বুথের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন বলে জানা গেছে। গত সোমবার দুজনে ভোটদিয়ে এসে পুরানো কোন বিষয়ে বচসা চলাকালীন রঘুনাথ নিজেকে বশে রাখতে না পেরে তার স্ত্রীর গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে বলে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সোমশংকর প্রধানের কাছে স্বীকার করেছে। এবিষয়ে হেঁড়িয়া থানায় মৃতের পরিজনেরা খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। এদিকে এই ঘটনার পর খুনি এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছে। এবিষয়ে হেঁড়িয়া থানার পুলিশ অপরাধীকে খোঁজার চেষ্টা করছে।

তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডেবরা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরাতে তিন তৃণমূল সমর্থকের উপর হামলার অভিযোগ উঠল সিপিএমের বিরুদ্ধে। ডেবরার ভবানীপুর এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। এই হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। দুপুর ২টো নাগাদ তরাশি চালিয়ে অভিযুক্ত দুই জনকে গ্রেফতার করে ডেবরা থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, এদিন সকালে এলাকার চায়ের দোকানে বসেছিল দুই তৃণমূল কর্মী। ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকজন তাঁদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তাঁদের বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এমনকি সিপিএম আশ্রীত ওই দুষ্কৃতীরা বাইক ভাঙচুর করে বলেও অভিযোগ। হামলার পর আহতদের ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তিকরা হয়। উত্তেজনার মধ্যেই এলাকায় পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী, নামে র‍্যাফ।

তৃণমূলের হাতে প্রহৃত হওয়ার প্রতিবাদে সিপিএম-এর অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডেবরা ঃ সোমবার ভোট দিতে গিয়ে শাসকদলের কর্মী-সমর্থকদের হাতে প্রহৃত হতে হয়েছিল। তারপরে ২৪ ঘন্টা কেটে গেলেও কোন অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়নি। এর প্রতিবাদে এবং দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ষাড়ঁপুর লোয়াদা ৯নং অঞ্চলের লোয়াদা বাজারে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে সিপিএম-এর কর্মী সমর্থকরা। দোষীদের গ্রেফতারের পাশাপাশি দাবি তোলা হয় পুনর্নির্বাচনেরও। কয়েকঘন্টা ধরে চলে অবরোধ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডেবরা থানার পুলিশ। সিপিএমের অভিযোগ, ব্লকের বেশ কয়েকটি জায়গায় তাদের পোলিং এজেন্টকে মারধর, ছাঙ্কা ভোট করা এবং কর্মীদের মারধর কার হয়েছে। লোয়াদায় মহিলা প্রার্থীকে মারধর করা হয়েছে। এই অঞ্চলের বুথ গুলিতে পুনর্নির্বাচন যদি কমিশন না করে আমরা অবরোধ চালিয়ে যাবো। অপরদিকে এই অবরোধের জেরে নাজেহাল হতে হয় সাধারণ মানুষকে। প্রায় ৪ ঘন্টা অবরোধ চলার পর প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ওঠে অবরোধ।

আতঙ্ক ভুলতে পারছেন না সাগরবাড় গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোলাঘাট ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকের সাগরবাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সাগরবাড়-এ দুটি বুথে সোমবার নির্বাচনের দিনে মোটর সাইকেল বাহিনীর তান্ডব এখনো এলাকার শান্তিপ্রিয় মানুষেরা ভুলতে পারেনি। সারা গ্রামজুড়ে এখনো আতঙ্ক ও ভয়ের পরিবেশ। প্রসঙ্গত, পূর্ব মেদিনীপুরের ২৩২টি পঞ্চায়েতের মধ্যে এখনো পর্যন্ত একমাত্র সাগরবাড় গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিজেদের দখলে ধরে রেখেছে জাতীয় কংগ্রেস। আর এই নির্বাচনে তৃণমূলের পাখির চোখ এই সাগরবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত। সোমবার নির্বাচনের দিনই সকাল আটটা থেকে প্রথমে পদমপুর বুথে তারপর বড়দানানকার ও দক্ষিণ সাগরবাড় বুথে বাইক বাহিনী ব্যাপক তান্ডব চালায় ও ছাঙ্কা মারার অভিযোগ ওঠে। বিশেষ করে দক্ষিণ সাগরবাড় গ্রামে বুথের ভেতর ভাঙচুর থেকে শুরু করে গ্রামবাসীদের বেশ কয়েকটি বাড়িতেও আক্রমণ চালায় বলে

অভিযোগ। শেষমেষ এদিন বিকেলে ব্যালট বাক্স জলে ফেলে দেওয়া হয় বলে জানা যায়। ফলস্বরূপ ভোট প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামের সাধারণ মানুষের বক্তব্য শান্তিপ্রিয় এলাকায় বহিরাগতরা কেন এসে ছাঙ্কা ও সন্ত্রাস করে যাবে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় এই পরিস্থিতি ঘটবে কেন। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। তাই মঙ্গলবার সকাল থেকেই চরম আতঙ্কে দিন কাটছে। বুধবার পুনর্নির্বাচন হবে দুটি বুথে। মঙ্গলবার সকালে এলাকায় বাইকবাহিনী একবার ঘুরে যাওয়ার ফলেই আতঙ্কের পারদ আরও বেড়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত দুপুর থেকে আত্মরক্ষা ও বহিরাগতদের প্রতিরোধের জন্য মহিলারা বাঁট ও পুকুরতা লাঠি নিয়ে গ্রাম পাহারার দায়িত্ব নেন। পুলিশের প্রতি আস্থা হারিয়ে এমনটাই সিদ্ধান্ত বলে জানান কিন্তু গ্রামবাসীরা। এক গ্রামবাসী জানান, ৪টি বুথে ছাঙ্কা মারলেও দুটি বুথে নির্বাচন হবে। এই দুটি বুথেই ব্যালট পেপার নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। বুধবারের পুনর্নির্বাচনে আবারও সন্ত্রাস চালাতে পারে তৃণমূল। আর সেই কারণে গ্রামবাসীদের এই চরম সিদ্ধান্ত। তবে এই বিষয়ে এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান সুরজিৎ মাইতি জানান, দুটি বুথের নির্বাচনে তৃণমূল সন্ত্রাস চালালে গ্রামবাসীরাই প্রতিরোধ করবে। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করাতে প্রশাসন ব্যর্থ। সুরজিৎবাবু আরও জানান, তৃণমূল যদি এত উস্কানি করেই থাকে তাহলে এতো ছাঙ্কা ও সন্ত্রাস চালানোর প্রয়োজন কেন হয়ে পড়েছে। তবে এবিষয়ে সাগরবাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সভাপতি তরণ ঘোড়াই জানান, তৃণমূল কোনও সন্ত্রাস করেনি। কংগ্রেস ভয় পেয়েই এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে বলে পাল্টা অভিযোগ করেন এই তৃণমূল নেতা।

নির্দল সমর্থকদের ছয়টি বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরেও বিক্ষিপ্তভাবে হানাহানির ঘটনা লেগেই আছে। সোমবার গভীর রাতে এমন ঘটনা ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার বশিদা গ্রামে। অভিযোগ, গভীর রাতে নির্দল সমর্থকদের ছয়টি বাড়িতে ভাঙচুর, লুঠপাট, মারধর, মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটিয়েছে শাসকদলের সমর্থকেরা। আরও অভিযোগ, পুলিশ সব জেনেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এলাকাবাসীর দাবি, তৃণমূলের হামলায় আহত দুই নির্দল সমর্থক। জানা গেছে, কোলাঘাট থানার পুলিশ চারজনকে তুলে নিয়ে গেছে। মূলত এই গ্রামে নির্দল প্রার্থীর সমর্থনে নঈমুদ্দিন সেক দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এই গ্রামে তৃণমূল প্রার্থী সফিউল আলী। নির্দলের পক্ষে বেশি ভোট পরায় আক্রোশ বশত রাতের এই হামলা। তবে তৃণমূল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এই বিষয়ে পুলিশ মুখ খুলতে চাইনি।

হলদিয়ায় বাড়ল কর্মসংস্থান, পথ চলা শুরু তেল কারখানার

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পশহর হলদিয়ায় গোকুল নামে একটি ভোজ্য তেল কারখানার পথ চলা শুরু হল। জেলার হলদিয়া-মেচোদা ৪১নং জাতীয় সড়কের ধারে ১৭নং ওয়ার্ডের তালপুকুরে এই ভোজ্য তেল কারখানার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী তথা হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শুভেন্দু অধিকারীর। কারখানা উদ্বোধনের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার অন্যতম কর্মকর্তা ধর্মেন্দ্র রাজপুত, বলবন্দ সিং, হলদিয়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শুধাংশুশেখর মন্ডল, কাউন্সিলর আজগর আলি সহ অন্যান্যরা। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে বিরোধীদের সন্ত্রাসের অভিযোগের মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্পশহরে নতুন এক কারখানার পথচলা শুরুর ঘটনা বেকারদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে শাসকদলকে অনেকটা অক্সিজেন দেবে বলে

মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারখানার আনুষ্ঠানিক পথ চলার সূচনা করে রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী তথা হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শুভেন্দু অধিকারী বলেন, হলদিয়া এগোচ্ছে। বলেন, রাজ্যের বিগত বাম সরকারের আমলে পরিকাঠামো না থাকায় হলদিয়া সহ রাজ্যের অন্যান্য শিল্পাঞ্চল থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন বিনিয়োগকারীরা। মন্ত্রী বলেন, এর সাথে শ্রমিক স্বার্থের নাম করে বাম নেতারা নিজেদের পকেট ভরার চক্রান্তের জেরে কর্মনাশা বনধ, ধর্মঘট এই রাজ্যকে শিল্প মুক্তের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। শুভেন্দুবাবু বলেন, রাজ্যের বেকারদের কর্ম সংস্থান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে মমতা ব্যানার্জী বসার পরেই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয় বলে জানান শুভেন্দুবাবু। বলেন, ২০১১ সালের পর থেকে জেলায় যতবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন ততবার তিনি হলদিয়ায় নতুন নতুন কারখানার উদ্বোধন ঘটিয়ে গিয়েছেন। বলেন, সরকার উস্কানি পর্যর্দ ও পৌরসভা লাগাতার এলাকার শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। আন্দোলনের নামে গত ২০১১ সাল থেকে একদিনও কর্মহীন থাকেনি হলদিয়া। ফলে প্রতিদিন বহু শিল্প পতি, বিনিয়োগকারীরা হলদিয়ায় নতুন নতুন প্রকল্প গড়ে তোলায় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। জানিয়েছেন, তাঁদের সরকারের জমি অধিগ্রহণের নীতি মেনে কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় জমিদাতা পরিবারের সদস্যরা আগে নিয়োগের সুযোগ পাবেন। জানা গেছে, গোকুল নামের এই ভোজ্য তেল সংস্থাটি প্রাথমিকভবে ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে প্রতিদিন ৫০০ টন ভোজ্যতেল প্যাকেজিং করে বাজারে রপ্তানি করবে। পরবর্তী সময়ে প্যাকেজিং এর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ১৫০ থেকে ২০০ টন। কারখানার উৎপাদন শুরু হলে এলাকার বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বোমা ফেটে মৃত দুই, এলাকায় উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভূপতিনগর ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর ২নং ব্লকের উত্তরবরোজ এলাকায় সোমবার রাতে বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃত্যু হল দুইজনের। এর পরেই ঘটনাটিকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়ে যায়। বিরোধী সিপিএম ও বিজেপির দাবি, নির্বাচন পরবর্তি পরিস্থিতিতে এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশে তৈরি করতেই বোমা বাঁধার কাজ চলছিল। সেই সময় দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু হয় এই দুই শাসকদল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের। যদিও তৃণমূলের দাবি, মৃতরা সকলেই এলাকায় সিপিএম-এর সমর্থক বলে পরিচিত। তৃণমূলের আরও দাবি, বিরোধীরা ভোট পরবর্তি সন্ত্রাস তৈরি করতে এই বোমা বাঁধার কাজ করছিল। যদিও পুলিশের দাবি, এই ঘটনার রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে সোমবার রাতের এই দুর্ঘটনা দুইজনের মৃত্যুর কারণকে ঘিরে

তৈরি হয়েছে জল্পনা। ভূপতিনগরের অর্জুননগর গ্রামের বাসিন্দা গোকুল বারুই ও গোকুল মেইকাপ। জানা গেছে, গোকুল মেইকাপের একটা ফিসারি আছে স্থানীয় এলাকায়। সেখানেই সোমবার রাতে বোমা বাঁধা হচ্ছিল। সেই সময় বিস্ফোরণ ঘটে। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয় গোকুল বারুই ও গোকুল মেইকাপ। এদের উদ্ধার করে এগরা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকেরা এদের মৃত বলে ঘোষনা করেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। তার মুগবেড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই এর দায় নিয়ে চাপানউতর শুরু হয়ে যায়। তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত বিধায়ী প্রধান মিহির ভৌমিক জানিয়েছেন, এই ঘটনার সাথে জড়িত সিপিএম। বলেন, ভোট পরবর্তি সময়ে এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে দীর্ঘ দিনের বামকর্মী গোকুল বারুই ও গোকুল মেইকাপ বোমা বাঁধার কাজ করছিল। যদিও সিপিএম-এর তরফে অভিযোগ উড়িয়ে দাবি করা হয়েছে, মৃত ও আহত সকলেই এলাকায় তৃণমূলের কট্টর সমর্থক বলে পরিচিত। সিপিএম নেতা বিষ্ণুহরি মান্না আরও দাবি করেছেন, এখান থেকেই সারা ব্লকে তৃণমূলের সন্ত্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় বোমা তৈরি করা হত। বিজেপিরও অভিযোগ, মৃতরা তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, নির্বাচনের পর এলাকা দখল করতে বোমা বাঁধছিল দুই গোকুল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। রাজ্যের শাসকদল যে সন্ত্রাসে মদত দিচ্ছে, এই ঘটনা তারই প্রমান করল। বিস্ফোরণ ও তার জেরে মৃত্যুর ঘটনা জানতে পেরে ভূপতিনগর থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে যায়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। তবে এই ঘটনার সাথে রাজনৈতিক কোনো সম্পর্কের তথ্য তাঁদের হাতে আসেনি বলে দাবি করেছেন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, উত্তরবরোজ নামক জায়গায় বোমা ফেটে অথবা বাজি ফেটে দুইজন স্থানীয় লোক মারা গেছে। এদের মধ্যে একজনের ফিসারি আছে। অপরজনের পেসা চাষাবাদ।

জানিয়েছেন, মৃতের ফিসারিতে মাঝে মধ্যে গোপনে মদ ও জুয়ার আসর বসত বলে জানা গেছে। জানিয়েছেন, উত্তরবরোজ এলাকায় ভোট ছিল না। তাই এর সাথে কোনো ভাবেই রাজনীতিকে যুক্ত করা যাবে না। পুলিশ মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এগরায় বিজেপির উল্লাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ দেশের দাক্ষিণাত্য কর্ণাটকে বিজেপির ফল ভাল হতেই পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠেন বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। গেরুয়া আবির মেখে বাজি ফাটিয়ে মিষ্টিমুখে চলে বিজয় উল্লাস। পরে এগরা শহরের বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে এদিন একটি বিজয় মিছিলও বের করা হয়। বিজেপির দাবি, ভারতবর্ষের যেখানে নির্বাচন হোক না কেন সেখানে যে বিজেপি জিতবে সেটা সাধারণ মানুষও জেনে গেছে।

কর্ণাটকে বিজেপি যে সরকার গড়বে সে বিষয়ে আমরা আত্মবিশ্বাসী। কর্ণাটকে জেতায় আমাদের মনোবল আরও শক্ত হল। জানিয়েছেন, আগামী ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে এই জয় তাঁদের অক্সিজেন দেবে।

পটাশপুরে ট্রেকার উল্টে আহত ১০

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানার গোবর্ধনপুরে যাত্রীবাহী ট্রেকার উল্টে আহত হল ১০জন যাত্রী। মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এগরা-ইটাবেড়িয়া রুটের একটি ট্রেকার যাত্রী নিয়ে খড়াইমোড় থেকে প্রতাপদিঘি যাওয়ার পথে গোবর্ধনপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে উল্টে যায়। ঘটনায় দশ জন যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন।

তবে ওই ট্রেকারের চালাক ও খালাসি পলাতক। খবর পেয়ে পুলিশ খাতক গাড়িটিকে আটক করেছে।

ভুটভুটি থেকে নদীতে যাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়ার কুকড়াহাটি ফেরিঘাটে মঙ্গলবার সকালে ভিড়ের চাপে ভুটভুটি থেকে নদীতে পড়ে গেলেন এক যাত্রী। দুর্ঘটনাগ্রস্থ যাত্রী নাম নারায়ণ মণ্ডল। বাড়ি সুতাহাটা থানার মাধবপুরে। অন্যান্য যাত্রীরা এই যাত্রীকে উদ্ধার করেন। নদীর নাব্যতা কম থাকায় ভোর পাঁচটা থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় কুকড়াহাটির ফেরি সার্ভিস। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সকাল সাতটা নাগাদ পুনরায় চালু ফেরি চলাচল। দীর্ঘক্ষণ পর ফেরি সার্ভিস চালু হওয়ায় একাধিক যাত্রী হুড়োহুড়ি করে ভুটভুটিতে উঠতে যান। সেসময় ঠেলাঠেলির জেরে এক যাত্রী নদীতে পড়ে যান। জলের তোড়ে কিছুটা দূরে ভেসে যান তিনি। অন্য যাত্রীরা ভুটভুটির কর্মীদের খবর দিতেই তাঁরা এসে নারায়ণ মণ্ডল নামে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন। হলদিয়ার সঙ্গে কলকাতার যাতায়াতের সহজ উপায় ফেরি সার্ভিস। কিন্তু, অনেক সময় নদীতে নাব্যতা কম থাকায় ঘাটের কিছুটা দূরে ভুটভুটি আটকে পড়ে। ফলে দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকতে হয় যাত্রীদের। পরে ফেরি সার্ভিস চালু হলে অনেক সময় তাড়াহুড়োতে ঘটে দুর্ঘটনা। আজকের ঘটনার পর এই সমস্যার সমাধানের জন্য নদীতে ড্রেজিংয়ের দাবিতে সরব হয়েছেন নিত্যযাত্রীরা।

নির্বাচনকে ঘিরে উত্তেজনা জারি গোয়ালতোড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোয়ালতোড় ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হয়ে গেছে সোমবার। তারপরে প্রায় ২৪ ঘন্টা কেটে গেলেও নির্বাচনকে ঘিরে উত্তেজনা কমার কোন লক্ষণ নেই। ভোট পরবর্তী হামলার ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ালো গড়বেতা ২নং ব্লকের গোয়ালতোড় থানা এলাকার মানিকদীপা গ্রামে। শাসকদলের তরফে অভিযোগ কার হয়েছে সোমবার গভীর রাতে মানিকদীপা গ্রামের তৃণমূলের স্থানীয় পার্টি অফিস ভাঙচুর করে একদল দুষ্কৃতী। শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের আরও অভিযোগ, এই ঘটনার সাথে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা জড়িত মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি নজরে আসে। আর তারপর থেকেই উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। প্রসঙ্গত, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সোমবার ভোট গ্রহণ চলেছে রাত্রী এগারোটা পর্যন্ত। ভোট পড়েছে ৮৫ শতাংশের কাছাকাছি।

পটাশপুরে শান্তিপূর্ণ ভোট

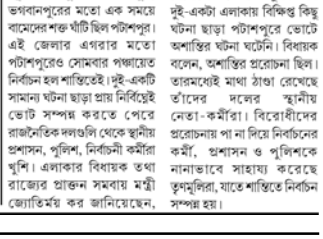

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর-২ ব্লকের বালু গোবিন্দপুর পঞ্চায়েতের ১৩৩ নং বুথে ভোট দেবার লাইন।

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার খেজুরি, ভগবানপুরের মতো এক সময়ে বামেদের শক্ত ঘাঁটি ছিল পটাশপুর। এই জেলার এগরার মতো পটাশপুরেও সোমবার পঞ্চায়েত নির্বাচন হল শান্তিতেই। দুই-একটি সামান্য ঘটনা ছাড়া প্রায় নির্বিঘ্নেই ভোট সম্পন্ন করতে পেরে রাজনৈতিক দলগুলি থেকে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, নির্বাচনী কর্মীরা খুশি। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন সমবায় মন্ত্রী জ্যোতির্ময় কর জানিয়েছেন, পটাশপুর ১ ও পটাশপুর ২ ব্লক মিলিয়ে ২৪৪টি বুথ। এর দুই-একটা এলাকায় বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া পটাশপুরে ভোটে অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। বিধায়ক বলেন, অশান্তির প্ররোচনা ছিল। তারমধ্যেই মাথা ঠান্ডা রেখেছে তাঁদের দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। বিরোধীদের প্ররোচনায় পা না দিয়ে নির্বাচনের কর্মী, প্রশাসন ও পুলিশকে নানাভাবে সাহায্য করেছে তৃণমূলিরা, যাতে শান্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন হয়।